সংবাদ
তারিখ 14 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আমরা শুধু চাকরি করি না, মানুষ গড়ি এই সম্মানটুকু আমাদের রক্ষা করতে হবে

সাক্ষাৎকার

অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু

অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিব। শিক্ষক এবং শিক্ষাবান্ধব কাজের জন্য তিনি শিক্ষক মহলে অত্যন্ত পরিচিত একটি মুখ। সততা, নিষ্ঠা এবং সুনামের সঙ্গে কাজ করার জন্য বর্তমান সরকার তাকে তৃতীয় বারের মতো বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিব হিসেবে নিয়োগ দিয়ে দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দিয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষা এবং শিক্ষকদের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা হয় তার সঙ্গে। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন ওয়ালিয়ার রহমান

প্রশ্ন : আপনি একজন শিক্ষক নেতা,
আগে শিক্ষকদের মানুষ একটু অন্য চোখে দেখত, অন্যভাবে সম্মান করত, সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখেছি, শিক্ষকদের চরম সম্মানহানির ঘটনাও ঘটছে- আপনি কি মনে করেন, শিক্ষকদের প্রতি মানুষের সম্মান কমছে ?

অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু : এই ঘটনাগুলো আসলে আমাদের নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতিফলন । একজন শিক্ষক হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর, তিনি শিক্ষাদান করেন, এটাই তাঁর পেশা । তবে সাম্প্রতিককালে কিছু ঘটনা ঘটেছে, যেগুলো আসলে কাম্য নয় । আমাদের নৈতিক অবক্ষয় থেকেই এই ঘটনাগুলো ঘটছে।

প্রশ্ন : শিক্ষকদের প্রতি মানুষের সম্মানবোধ কমার পেছনে শিক্ষকদের কোনো দায় আছে বলে আপনি মনে করেন ?

অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু : হ্যাঁ , আমাদেরও কিছু দায় আছে। এটা যদি আমি অস্বীকার করি, তাহলে ঠিক হবে না । শিক্ষক হিসেবে আমাদের যে গুণগত মান বজায় রাখা উচিত, সেখানেও আমাদের ঘাটতি আছে । যেমন আমাদের শিক্ষকদের আর্থিক দৈন্যতা, উপযুক্ত বেতন না পাওয়া, শিক্ষকদের পড়ালেখার বাইরে অন্য কাজে অংশ নেয়া ইত্যাদি । তবে আমার মনে হয় এগুলো তাদের ইচ্ছাকৃত নয় । আসলে অনেক ক্ষেত্রে বেঁচে থাকার জন্যই একজন শিক্ষককে শিক্ষকতার পাশাপাশি অন্য কিছু করতে হয় । এ সব করতে গিয়ে একজন শিক্ষক যে সামাজিকভাবে সম্মান পেয়ে থাকেন, সেই জায়গাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । এটাও একটা কারণ হতে পারে।

প্রশ্ন : শিক্ষকরা যে বেতন পান, সেটা কতটা সম্মানজনক?

অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু : আমরা যে বেতনটা পাচ্ছি, সেটাকে সম্মানজনক বলা যাচ্ছে না । তবে নতুন বেতন স্কেলে যেটা হয়েছে, তাতে কিছুটা বেড়েছে, এটা ঠিক । বাংলাদেশে শিক্ষকদের ৯৭ ভাগই বেসরকারি শিক্ষক । কিন্তু বেসরকারি শিক্ষক যাঁরা আছেন, তাদের মূল বেতন ঠিক আছে কিন্তু আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা সরকারিদের থেকে আকাশ পাতাল ব্যবধান । এই বেতন বৈষম্যটার দূরীকরণ দরকার। শিক্ষার মানন্নোয়নের জন্য সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বা ২০৪১ যেটাই ধরি না কেন, এর বাস্তবায়নের মূলশক্তি কিন্তু শিক্ষকরাই । সুতারাং এই বিষয়টা সরকারের খেয়াল রাখা উচিত।

প্রশ্ন : শিক্ষকরা কতটা দায়িত্বশীলভাবে পাঠদান করতে পারছেন বলে আপনি মনে করেন?

অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু : আমাদের যে বেতন কাঠামো সেটা তো আগেই বলেছি । একজন শিক্ষকের যদি চাকরির নিশ্চয়তা থাকে, বেতনটা ভালো থাকে, তাহলে তিনি ভালোভাবে পাঠদান করাতে পারেন। তাছাড়া বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ম্যানেজিং কমিটির দৌরাত্ম্য, তাদের অবৈধ হস্তক্ষেপ, বেতন বৈষম্য এমনকি শিক্ষকদের একটা বড় অংশ বেতনই পান না । এই কারণগুলো এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । একজন শিক্ষকের যদি নিজের নিরাপত্তা না থাকে, মর্যাদা না থাকে, তাহলে তিনি শিক্ষাদানের উৎসাহটা পাবেন কিভাবে? এসব কারণেই তাঁরা উৎসাহটা হারিয়ে ফেলছেন । শিক্ষার ক্ষেত্রে এগুলো বড় ফ্যাক্টর ।

প্রশ্ন : শিক্ষকদের সম্মানের জায়গায় ফিরে যেতে হলে কী করা উচিত?

অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু : শিক্ষকদের চাকরির নিরাপত্তা ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে । তাহলে শিক্ষকরা পঠন-পাঠে মনোনিবেশ করতে পারবেন । ম্যানেজিং কমিটিতে রাজনৈতিক প্রভাব বন্ধ করতে হবে । যদিও সাম্প্রতিককালে হাইকোর্ট থেকে একটা সিদ্ধান্ত এসেছে, তাতে বলা হয়েছে- এমপিরা ইচ্ছে করলেই ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হতে পারবেন না। এটা একটা পজিটিভ সাইড । তবে শিক্ষকদেরও দায়িত্বের ব্যাপারে আরো বেশি মনোযোগী হতে হবে ।

প্রশ্ন : শিক্ষক নেতা হিসেবে শিক্ষকদের প্রতি আপনার পরামর্শ কী?

অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু : আমার পরামর্শ হলো- সরকার আমাদের যেটুকু বেতন বাড়িয়েছে, দায়িত্বের ব্যাপারেও আমাদের মনোযোগ দিতে হবে । আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, আমরা শুধু টাকার জন্য চাকরি করি না, আমরা মানুষ গড়ার কারিগর । মানুষ গড়ার কারিগর মনে করেই আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে । শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আমাদেরও দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে । একজন শিক্ষক অনুকরণীয় । তাঁকে সবাই অনুসরণ করবে । সুতরাং আমাদের আচরণও সেরকম অনুসরণীয় হতে হবে । শিক্ষকদের প্রতি আমার আহ্বান, "আমরা শুধু চাকরি করি না, মানুষ গড়ি। এই সম্মানটুকু আমাদের রক্ষা করতে হবে।"

প্রশ্ন : শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসেবে এই মুহূর্তে সরকারের কাছে আপনার চাওয়া কী?

অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু : একটি শোষণহীন, সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ । আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে । সরকারকে কিছু দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষকদের সম্মানবৃদ্ধি, শিক্ষাঙ্গনে যে সমস্যা আছে তার সমাধান করতে হবে। মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষদের যে সুযোগ-সুবিধা আছে, সেগুলো বাড়ানোর জন্য আমি সরকারের প্রতি অনুরোধ জানাই। সর্বোপরি শিক্ষাবান্ধব মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর কাছে দাবী তিনি শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।